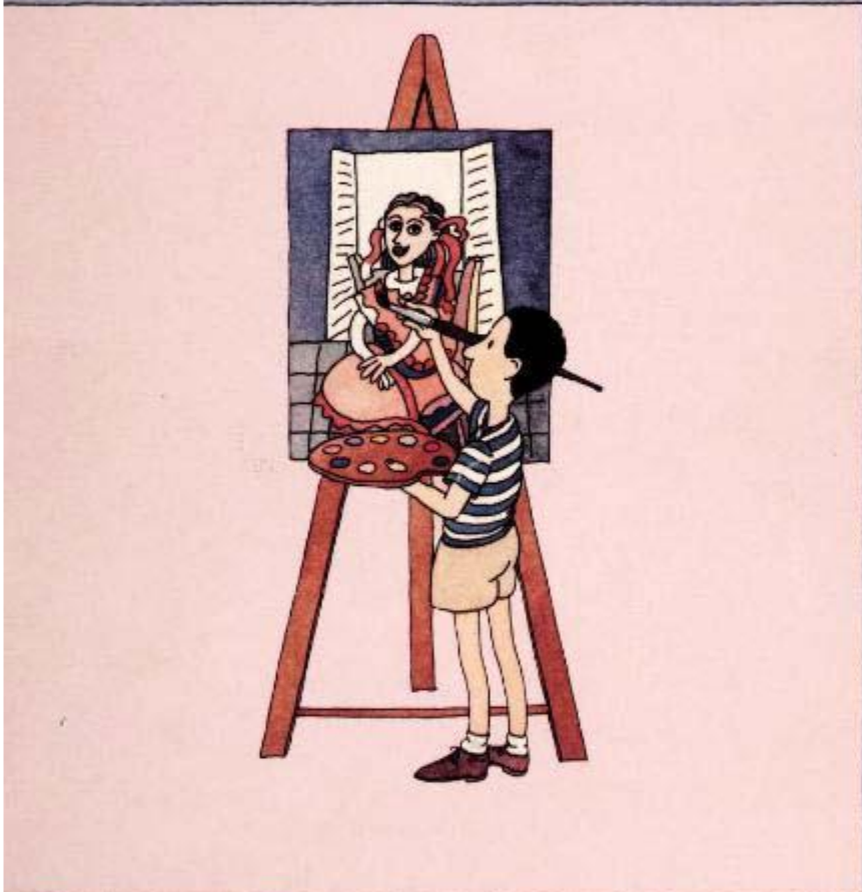
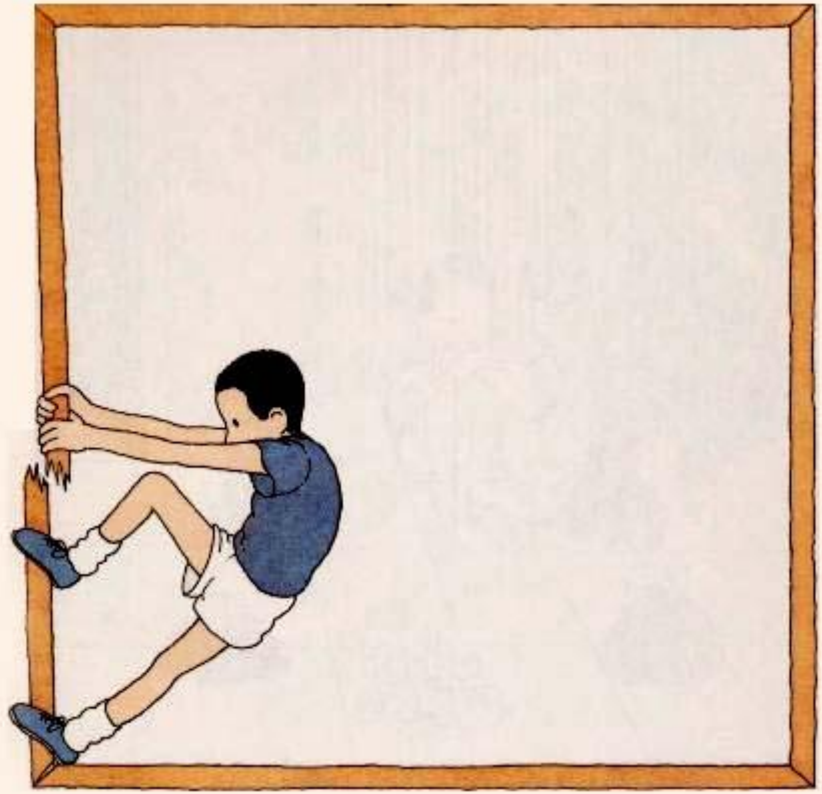
পাবলো পিকাসো

ইবি লেপস্কি, চিত্রঃ পাওলো কার্ডনি

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরি



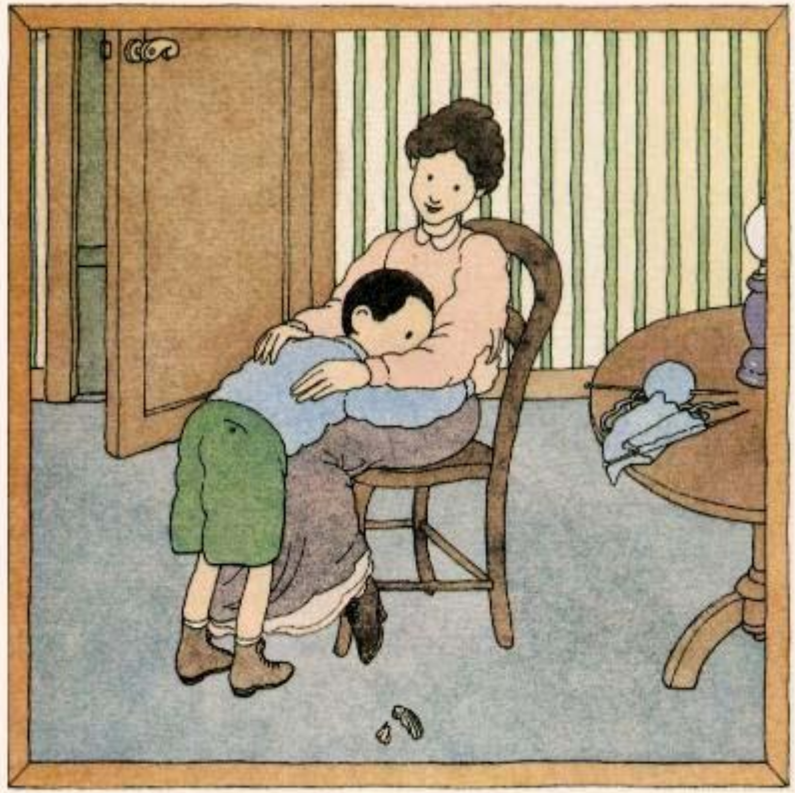


পাল্লিতো খুব খেয়ালী ছিল ছোট থেকেই। তার খেয়াল খুশী আবহাওয়ার মতই বদলাতো। কখনো সে রোদ ঝলমল দিনের মত হাসি খুশী। তখন তার সব কিছুই ভালো লাগে। আবার কখনো তার মন ঝোড়ো রাতের মতই অন্ধকার আর বদ মেজাজি। সে তার মায়ের খুব প্রিয় পাত্র ছিল কিন্তু তাবলে তার মাও যে তাকে খুব ভাল করে বুঝতে পারতেন তা কিন্তু না।



বিভিন্ন জিনিস নিয়ে তার অনুভূতিগুলো তার মা বুঝতেই পারতেন না। পাব্লিতো যত্ন সহকারে সব জিনিস যেমন ঝরা শুকনো পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, পীচ ফলের বীজের খোলা এবং চেরির বোঁটা জমাত। কিন্তু তার জন্য যেসব খেলনা আনা হত তা নিয়ে তার কোনো উৎসাহ ছিল না।

একদিন পাব্লিতোর হাত থেকে পড়ে একটি ঝিনুক ভেঙে যায়। তার জন্য রাগে ও দুঃখে সে ভীষণ অসহিষ্নু হয়ে ওঠে।



"তোমার কাছে তো একই দেখতে আরো কত অন্য ঝিনুকও আছে।" তার মা তাকে স্বান্তনা দিতে দিতে বলেন।

কিন্তু পাব্লিতোকে বোঝাবে কে। সে একটা একটা করে জিনিস সংগ্রহ করত যেগুলো আপাত দৃষ্টিতে দেখতে হয়ত আলাদা কিন্তু তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। একটা ঝিনুক সবসময় অন্য ঝিনুকের থেকে আলাদা। একটা পাতা সবসময় অন্য আরেকটা পাতার থেকে আলাদা। একটা পীচ ফলের বীজের খোলা কখনো অন্যটার মত নয়।

ছোট পাব্লিতো আবিষ্কার করেছিল যে প্রকৃতিতে কোনো জিনিস কখনো হুবহু একরকম দেখতে দুটো পাওয়া যায় না। কিন্তু তার সেকথা কাউকে বলার ইচ্ছে হয় নি। সেকথা মনের মধ্যেই রেখে বাইরে সে শুধু চিৎকার আর চেঁচামেচি করছিল।



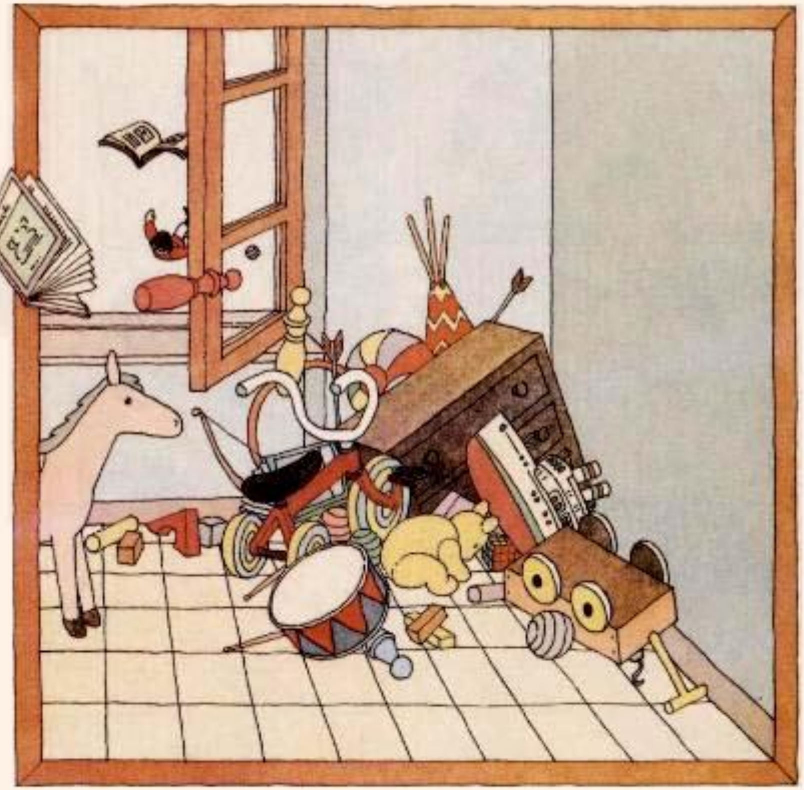
এক রবিবার, তার মা যখন চার্চে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, এমন সময় পাব্লিতো এক ভয়ঙ্কর কান্ড করে বসলো।

সে তার ছোট বোনের সারা গায়ে রঙ মাখানোর মত ডিমের কুসুম মাখিয়ে তাকে এক জোকার সাজিয়ে দিল। তার দু গালে দুটো বড় হলুদ ধাব্বা, তার দু চোখের চারধারে হলুদ, আর তার নাকের ডগায় এক বড় হলুদ বল। শুধু তাই নয়, তার চুলে হলুদ লম্বা লম্বা তারের মত আর তার কাপড়ে ডিমের হলুদ স্ট্রাইপ।

প্রথমে তার বোন এইসব একটা খেলাচ্ছলে মেনে নিচ্ছিল। কিন্তু যখন সে আয়নায় নিজের এই ভুতের মত সাজ দেখল আর বুঝল তার রবিবারের চার্চের কাপড়ের কি বীভৎস দশা হয়েছে, তখন সে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করল।

তার মাও মেয়ের এই দশা দেখে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। এক সুন্দর লেসের রুমালে চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি বললেন,“ অনেক হয়েছে! পাব্লিতোর এইসব কুকীর্তি তার বাবাকে জানাতেই হবে এবার।“





এই শুনে, পাল্লিত তার ঘরে ঢুকে গেল। সে তার সব খেলনা লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। তার মা বুঝেই পাচ্ছিলেন না কি করবেন। পাল্লিতো তার সাধের খেলনাগুলো কেন এভাবে ধ্বংস করছে? এদিকে পাল্লিতো কিন্তু মোটেও কিছু ধ্বংস করতে চাইছিল না। সে শুধু রোজ দেখা তার সব খেলনাগুলোকে একেবারে অন্যরকম করে বদলে ফেলতে চাইছিল।

পাল্লিতো কল্পনা করত তার খেলনা মাল গাড়িটার চাকাগুলো বেড়ালের চোখের মত আর তার তিন চাকার সাইকেলের হ্যান্ডেল দুটো যেন ষাঁড়ের শিং। সে শুধু ভাবত যদি সে তাদের খুলে নিয়ে তার খেলনা ঘোড়ার মাথায় বসাতে পারত, তাহলে না জানি কি দারুন প্রানীই না সেটা হত!

না, পাল্লিতোর মা তাকে একদমই বুঝতে পারতেন না। কেউই তাকে বুঝত না।





একদিন টমেটো সস দিয়ে পাল্লিতো রান্নাঘরের দেওয়ালে যখন ভীষণ হাস্যকর সব নকশা বানাল, পরিচারিকারা কেউ তা বুঝতে পারল না, কেউ এমন অদ্ভুত খেলা কিভাবে খেলে!

তারপর যেন সেরকম ভাল কিছু বানানো হয় নি এমন ভাব দেখিয়ে, পাল্লিতো চারকোল নিয়ে একটা সদ্য ধোয়া চাদরের উপর আঁকিবুঁকি কাটতে লাগল। সেই পরিচারিকা সেদিন পাল্লিতোর উপর বেজায় রাগ করেছিল, কারণ তাকে আরো অনেক বেশি সময় ধরে সেইসব নোংরা পরিষ্কার করতে হল।

এর দুদিন পর, পাল্লিতোর মা আরেক অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করলেন। সে তাদের বসার ঘরের দেওয়ালটা নখের আঁচড় কেটে কেটে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। তিনি সেদিনের মত সোফাটাকে দিয়ে ঢেকে কোনোমতে সেইসব কুকর্ম ঢাকলেন।

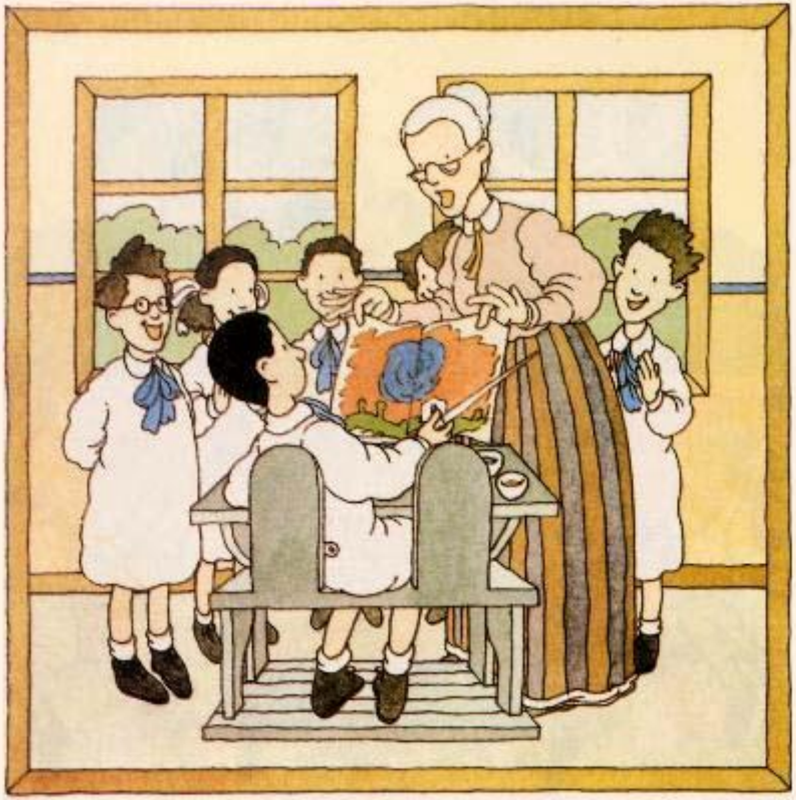


তিনি ভাবতে লাগলেন এবার বোধহয় পাল্লিতোর বাবার সাথে কথা বলার প্রয়োজন। না, তিনি আবার মত পাল্টালেন। যখন পাল্লিতোর বাবা কাজ সেরে বাড়ি ফিরতেন, তিনি শান্তিতে থাকতে ভালোবাসতেন। তখন তিনি আরাম করতে ভাল বাসতেন। বাচ্চাদের দুষ্টুমি আর কাজের লোকেদের ফাঁকিবাজি নিয়ে নালিশ শুনতে চাইতেন না।

পাল্লিতোর বাবা আসলে তাঁর সমস্ত খালি সময় আঁকতে ভালবাসতেন। ইজেলের সামনে তুলি আর রঙ নিয়ে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা খালি আঁকতেন, আঁকতেন, আর আঁকতেন।



মানসিক শান্তির জন্য, পাল্লিতোর মা ঠিক করলেন, পাল্লিতোকে কিন্ডারগার্টেনে পাঠাবেন। তাঁর মনে হল এতে পাল্লিতোর ভাল হবে। পাল্লিতো অনেক অন্য বাচ্চাদের সাথে মিশতে পারবে আর অনেক ছড়া আর গান শিখবে।



কিন্তু পাব্লিতো তো অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলতেই চাইত না। ছড়া শেখায় তার কোনো আগ্রহই ছিল না। তার শিক্ষিকারা যখন তাকে সুন্দর ছোট ছোট ফুল আঁকতে দিলেন, পাব্লিতো তখন উজ্জ্বল লাল আকাশে এক নীল সূর্য আঁকলেন।

“পাব্লিতো! আকাশ এরকম লাল হয় না! সবাই জানে তা!” অন্য সব বাচ্চাদের সামনে শিক্ষিকা পাব্লিতোকে বকলেন। আর সব বাচ্চারা পাব্লিতোকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করল। সেইদিন থেকে পাব্লিতো আর কিন্ডারগার্টেনে যেতে চাইত না।



"এই ছেলের কি হবে?" তার মা এক বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। “এ যে এত স্বাধীনচেতা! এত মাথা মোটা! হয়ত ও একদিন সৈনিকই হবে। যদি তাই হয়, ও তাহলে ঠিক জেনেরালই হয়ে যাবে।“

"না, হয়ত ও একদিন বদলে যাবে।“,পরিচারিকা আশা দিল। (সে সদ্য সাধুদের নিয়ে পড়াশুনো করছিল।)

"হয়তবা, ও একদিন আমূল বদলে যাবে, একজন সাধু হয়ে যাবে, কিম্বা হয়ত পোপ!”



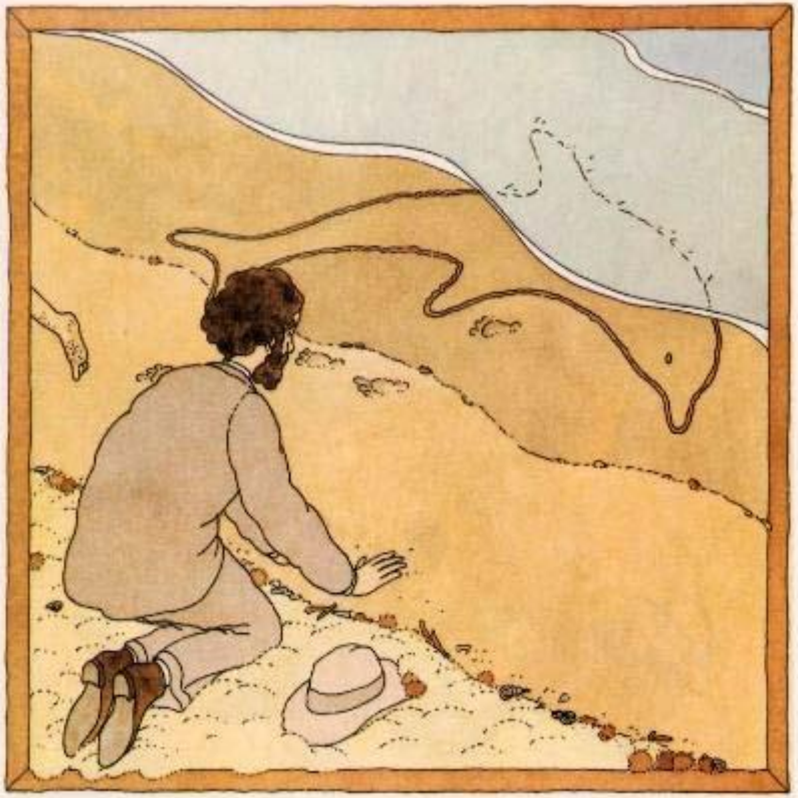
একদিন তার বাবার ডাক পড়ল কিন্ডারগার্টেনে। তাঁকে সব বলা হল। তিনি পাব্লিতো যা যা করেছে তার নমুনা দেখতে চাইলেন তাঁর খুব হাসি পেল। কিন্তু তাঁর স্ত্রী আর মেয়ের চোখের জল আর দুরবস্থা দেখে আর তিনি হাসতে পারলেন না।

পরিবর্তে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "তুমি আমার টুপিটা একটু দেবে? আর পাব্লিতোরটাও। আমরা একটু হাঁটতে যাব দুজনে একসাথে। আমায় জানতে হবে ও এমন ব্যবহার কেন করছে।"



তারা দুজনে সমুদ্রের পাড়ে গেলেন। কিছুক্ষন ঘোরাঘুরির পর, পাব্লিতোর বাবা বালির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। পাব্লিতো তার জুতো খুলে বালির উপর খালি পায়ে দৌড়ে বেড়াতে লাগলেন। আর বারবার থেমে থেমে ঝিনুক কুড়াতে লাগলেন।

পাব্লিতোর বাবার যখন ঘুম ভাঙল, সামনে বালির উপর তিনি যা দেখলেন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কেউ এক আঁচড়ের টানে একটা কি সুন্দর ডলফিন এঁকে রেখেছে।



পাব্লিতোর বাবা চোখ কচলে আবার দেখলেন। আরও ভাল করে দেখার জন্য উঠে পড়লেন। ঠিক তখনই এক বিশাল ঢেউ এসে ডলফিনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পাব্লিতো পাশেই দৌড়ে বেড়াচ্ছিল, কিচ্ছু না বলে।

বাড়ী ফিরেও পাব্লিতোর বাবা ওই অপুর্ব আঁকাটা ভুলতে পারছিলেন না। তিনি কি স্বপ্ন দেখেছিলেন? যদি ওটা স্বপ্ন না হয় তাহলে কে এঁকেছিল ঐ ডলফিনটা? পাব্লিতো? নাকি অন্য কেউ, যখন তিনি ঘুমাচ্ছিলেন, এসে এঁকে গেছিল?



বাড়ি ফিরেই পাব্লিতোর বাবা দেখতে চাইলেন তাঁর ছেলে ঘরের দেওয়ালে কি এঁকেছে। তাঁর স্ত্রী সোফা সরালেন। পাব্লিতোর বাবা অবাক হয়ে গেলেন দেখে। ওটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন গুহামানবের আঁকা মনে হচ্ছিল। তাতে হরিণ আর বাইসন ঘোড়ায় চড়া এক মানুষের হাত থেকে বাঁচার জন্য দৌড়ে পালাচ্ছিল। ঐ মানুষটার হাতে তীর ধনুকও ছিল।



পাব্লিতোর বাবা তখন ছেলেকে নিয়ে তাঁর স্টুডিওতে গেলেন। তিনি ইজেলের উপর একটা সাদা ক্যানভাস বিছিয়ে পাব্লিতোর হাতে রঙ, তুলি আর আর্টিস্টদের প্যালেট তুলে দিয়ে তাকে আঁকতে বললেন।

পাব্লিতো প্রথমে তার বোনের ছবি আঁকল। খুব সুন্দর, রবিবারের সেই গোলাপী রঙের ফ্রক পড়া আর ফিতে দিয়ে তার চুল বাঁধা। ঐ রবিবারের ডিমের ঘটনাটা অবশ্যই সে সবার মন থেকে যেন মুছে দিতে চাইল।

তারপর সে গাছপালা, দৃশ্য, ঘোড়া আঁকল। সে লেবু, পায়রা, ফুলদানি, আর চাঁদও আঁকল।



তার বাবা অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন পাব্লিতোর মধ্যে এক অদ্ভুত প্রতিভা রয়েছে।

পাব্লিতোকে তিনি ভালবেসে তাঁর সব তুলি, রঙ, প্যালেট, ক্যানভাস, বড় সাদা আঁকার কাগজ, স্কেচ করার জন্য তাঁর চারকোল, তাঁর পেনসিল আর স্কেচবুক সব দিলেন। আর সেদিন থেকে তিনি আঁকা ছেড়ে দিলেন। তিনি তাঁর ছেলের অকল্পনীয় প্রতিভার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাকে সব রকম সুযোগ করে দিতে ততপর হয়ে উঠলেন।



বড় হয়েও তাঁর চারিপাশের পৃথিবীকে অসাধারণ, কল্পনার চোখ দিয়ে দেখা পাব্লিতোর বদলাল না। তিনি তাঁর দারুন সব আঁকার মধ্যে দিয়ে তাঁর ভাবনা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। পরে এই পাব্লিতোই **পাবলো পিকাসো** নামে পরিচিত হলেন, পৃথিবীর আধুনিক যুগের অন্যতম মহান আর মৌলিক চিত্রকর।

সমাপ্ত